প্রথম সংস্করণ ॥ অন্যমুখ : আরেক আকাশ

১৫ই এপ্রিল ১৯৫৭

প্রকাশক ॥ দেবকুমার বসু

বিশ্বজ্ঞান ॥ ৯/৩ টেমার লেন ॥ কলকাতা-৯

মুদ্রক ॥ বিশ্বেশ্বর রায়

মাঝি প্রেস ॥ ২৮বি, সিমলা স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৬

মা-কে—

সূচীপত্র

গল্প বলার গল্প ৯/নিজের কথা হাতের মুঠোয় ১০/কোথাও সেতু নেই ১১/একটি রাতের চিহ্ন ১২/ভালোবাসার স্বপ্ন চাই না ১২/মানুষকে ভালোবাসতে বাসতে ১৩/কোন দিন সকাল না হলে ১৪/কথা ছিলো আমার জন্য কাঁদবে ১৫/সবই রক্তের ভেতর ১৬/একটি ছবি তোলা হবে ১৭/পথ চলতে চলতে হোঁচট খেলে ১৮/আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছি ১৯/সেই শব্দের পর ২০/আমরা ক'জন ছুটছি ২১/পৃথিবীর মুখ দেখবো বলে ২২/মাথার ওপর শ্রেষ্ঠ শপথ ২৩/আমি যখন একা ২৪/কবিতার শ্রেষ্ঠ মন ২৫/রক্তের জটিলতা কমে গেলে ২৬/এমন একটি দিন আসুক ২৭/সবখানেই বৃষ্টি হয় না কোথাও কোথাও হয় ২৮/এখনকার আবহাওয়া ২৯/বাস্তবিক চোখ দেখে যাও ৩০/এখনো সময় আছে ৩১/অনেক তারার নীচে ৩২/কখন যে একটি সকাল নিশ্চিহ্ন হয় ৩৩/সমস্ত কিছুই বদলে যায় ৩৩/একটু একটু পরিচ্ছন্ন সময়ের জন্যে ৩৪/কোনো কোনো সময় আছে ৩৫/জীবন ফুরোয় সনির্বন্ধ কোলাহলে ৩৬/তিনটি মুখ : একটি পৃথিবী : ও দৃশ্যাবলি ৩৭/আবার এলো একুশে মাঘ ৩৮/আশ্চর্য নিঃশ্বাস বুকে রেখে ৩৯/এক বিন্দু মাটির মায়াজাল ৪০/কিংবা অবাক শূন্যতা ৪১/বুকের ভেতর ধ্বংসস্তূপ ৪২/হাওয়ার পাখীরা যপন হাওয়ায় উড়োয় ৪৩/শস্যের মাঠে তুষারপাত ৪৪/বৃষ্টি নামে মধ্যরাতে ৪৫/চোখের সামনে বেমানান সময় ও দিনগুলো ৪৬/অন্য মুখ : আরেক আকাশ ৪৭/মা-কে ৪৮

অন্যমুখ : আরেক আকাশ

গল্প বলার গল্প

খুব সামান্য গল্প বলার গল্প—
অমানবিক সেই দৃশ্যের কথা কেনা জানে ;
তবু তোমাদের বাগানবাড়ী ও সংসার
শব্দের ভেতর শব্দ—এতো মসৃণ আলো—
যে নিজের মুখ ও পার্থীব শুদ্ধতা একাকার হয়ে যায়
কখনো সেই গল্প শুনি—কখনো গর্বিত জীবন
কার ঘরে এমন ইচ্ছাকৃত সুখদুঃখ
এমন নয় যে সমস্তটাই পুতুল খেলা— !
তবু এই সব দিনযাপন—কোনো না কোনো
গল্পের কাছে ফিরে যায়—আর গল্প—
গল্প মানেই তো সেই অমানবিক দৃশ্যের কথা কেনা জানে !

নিজের কথা হাতের মুঠোয়

কতক্ষণ নিজের কথা হাতের মুঠোয় ধরে রাখি——
নিজের বলতে ঐ যা একটু নিঃসম্বল
কুঁচকে যাওয়া দ্বিধাহীন ঘর সংসার
অসহায় একবিন্দু অস্থিরজল—— ;
যার চারপাশে অন্যেরা ছক বেঁধে
অতিকায় স্পষ্ট হয় দিনে রাতে——, কিংবা কেউ কেউ
নিজেকে আড়াল রেখে বয়স্ক গাছের
পাতায় মুখ লুকোয়—— ;
বুঝি সব কিছু হয়ে গেল হতমান সূর্যের
দিকে পেছন ফেরে——
যখন নিজেই নিজের কাছে চুক্তিবদ্ধ
বেহাল অবস্থায়——একবার নয় দুবার নয়——অনেকবার-

অথচ সেই আমি স্থির আছি——সাময়িক সোনাব্যাঙ——
তখন থেকে দুহাত শূন্যে যেমন খুশি তেমনি লাফাই
আর মাঝে মাঝে অনিচ্ছার সময়ে চৌকাঠে ধাক্কা খেলে
শুধু ভাবি ; কতক্ষণ নিজের কথা হাতের মুঠোয়
অসহায় একবিন্দু অস্থির জল হয়ে ধরে রাখি !

কোথাও সেতু নেই

কোথাও সেতু নেই অসেতু গোলাপ বাগান—
অতিদ্রুত সংক্ষেপে শেষ করার পালা
—যেমন রাস্তার দুধারেই অদ্ভুত আবর্জনা
দুধারেই অদ্ভুত ঘরবাড়ী   অরণ্যগভীর ঈশ্বর
এরই মধ্যে ভালোবাসা ও বসন্তকাল—
লাগাতার গুমরানো প্রলাপ ঘর থেকে ঘরে
ঘরের মধ্যে ঘর—মানুষের সংগে ঘোরে
কী গাড়ল অন্ধকার—!
তবু বৃষ্টি চাই—বন্দী সময়—অস্বাভাবিক
সিঁড়ি ভেংগে ভেংগে কিছু দুরান্ত বৃষ্টিপাত—
নিখোঁজ স্বপ্নের মতো পৃথিবী ও মানুষ—
আবার চোখে চোখ রাখুক—
আবার যে যেরকম শব্দে ফিরে যাক্‌ ভালোবাসা ও বসন্তকাল।

একটি রাতের চিহ্ন

হয়তো প্রথম নিঃশ্বাসেই আর এক পৃথিবীকে
আমি জরীপ করেছিলাম—হাঁটু জল সূক্ষ্ম বিস্ময়ে—
কিংবা পৃথিবীকে ভেবেছিলাম পূবের আকাশ ছুঁয়ে
সময় অসময় অশরীরী কান্না হাসির ভেতর
একটি রাতের চিহ্ন !

সে রাত আর কত দীর্ঘতর হলে আমার বাগানে আগুন
জ্বালা প্রতিশ্রুতি হবে শেষ—কিংবা আমার স্বগতোক্তিতে
আশ্চর্য শিল্পবোধ, আমার যৌবন সহসা আর এক
জন্ম পাবে কি না অশরীরী সংশয়ের ভেতর
একটি রাতের চিহ্ন !

ভালোবাসার স্বপ্ন চাই না

ভালোবাসার স্বপ্ন চাই না।
চলুন এক সংগে হাঁটি পাশাপাশি নিঃশ্বাস ফেলে রাখি
অন্ধকারে মুখ ঢেকে। দু ফোঁটা চোখের জলে
মাটি ভিজবে না সুতরাং ফুল ও ফলের
নেশা বৃথাই। গোপনে মনের জানলা খুলে রাখি
এই ভালো। দূরে সরে যেতে যেতে
যদি কিছু ক্লান্ত পায়ের ছাপ থেকে যায়
রাস্তার দু'পাশে জনতার মতো,
তবু কোনো খেদ নেই।
কেননা মিথ্যার মেঘ হয়ে বৃষ্টি ঝরাতে পারবো না—
মিছিমিছি সারাক্ষণ দৃষ্টি বিনিময়
তার চেয়ে চলুন পাশাপাশি নিঃশ্বাস ফেলে যাই।
ভালোবাসার স্বপ্ন চাই না ॥

মানুষকে ভালোবাসতে বাসতে

তোমার এক একটি কথা এখন—

সোজা রাস্তা দেখায়—সোজা দক্ষিণ কিংবা উত্তর—

যেদিকেই যাই—ঈশ্বরের কড়া শাসন ;

মানুষকে ভালোবাসতে বাসতে রাত ভোর হয়ে যায়

বৃষ্টি নামে টিপটাপ—তবু নিকোনো উঠোন পেরোতে পারি না

অথচ কিছু কিছু লোক ঘরেই স্বর্গ সাজায়—

হাত বাড়িয়ে ঈশ্বরকে ছোঁয় নিয়ত।

আর আমি আজন্ম সেই বেকুব—

আলোর পেছনে ছুটতে ছুটতে দু'চোখে স্বর্গের

ছবি দেখতে দেখতে—দক্ষিণ কিংবা উত্তরে কোথাও চলে গেছি

—তখন পোড়ামাটি আলো মুখি নিস্পাপ বট গাছ

হাত তোলে ঠিকানা জানায়—

সেই এক ঈশ্বরের কড়া শাসন—ঃ

মানুষকে ভালোবাসতে বাসতে রাত ভোর হয়ে যায় !

কোন দিন সকাল না হলে

ধরা যাক্ কোন এক রাক্ষুসী রাত শেষ হলে
আমি বিরাট রাজা হয়ে জন্ম নিলাম,
হেমন্তে শিশির মাখা ঘাসে ছড়িয়ে গেলাম ;
তখন বাগান হতে কিছু ফুল জমান নিঃশ্বাস ধার দেবেন ?
উলঙ্গ দু'হাত একটু ভিজিয়ে নিতাম।
ধরা যাক আচমকা প্লাবিত ঘাসের দেশে থেকে
ক্লান্ত শরীর নিয়ে বেরিয়ে এলাম
আমি ভেংগে ভেংগে দুপুর মুক্তো হলাম,
নির্জন গলি বিস্তৃত রাজপথ আকাশ পেরিয়ে গেলাম ;
নিবিড় আরক্ত মুখ বিস্মৃত শব্দের আড়াল থেকে কিছুক্ষণ
বিদেশী পণ্যের জাহাজ উল্লাসে হারিয়ে গেলাম।

তারপর সব আয়োজন শেষ হলে, শূন্য আমি
রেশন লাইন, বাজার থলে, পূজোর সংখ্যায় তলিয়ে গেলাম
কোনোদিন আর সকাল হলো না।

কথা ছিলো আমার জন্য কাঁদবে

কথা ছিলো আমার জন্যে অন্ততঃ একজন ভীষণ কাঁদবে
কথা ছিল আমার জন্যেও কোনো মর্তভূমি গরবিনী হবে
এখন কেউ কাঁদে না বস্তুত ঃ কাঁদবার সর্বস্ব
নিশ্চিত ভুলে গেছে ওরা—
ঈশ্বরও জানেন এভাবে বেশিদিন বাঁচা যায় না
তাইতো সমাজ সংস্কার তার মাঝখানে হুট্ করে
এক একজন একজনের ছায়াতে
বেছে নেন জীবন কোন পথে ভালো কথা বলে
এমনিতর একদিন আমার পরিবেশ আমাকে ছুঁতে চেয়েছিলো
তখন কাউকে চিনিনা আমি—কোথায় যেন
নাবছিলাম পেছন থেকে হঠাৎ একজন বললে
আরে-আরে এখন কী এই তো শুরু
সেই থেকে মাথায় হাত বুকে তিন রংয়ের বিশ্বাস
নিয়ে চলছি—ছুটছি—ছুটছি—ছুটছি।

এক নাগাড়ে সরগম নিঃশ্বাসগুলো ফেলে ফেলে
অনেক দ্রুত শব্দের মতন অদৃশ্য হয়ে গেল
আমি জানি, তাদেরও অন্য কোথাও নাববার কথাছিল
হয়তো দারুণ কিংবা অ-পবিত্তর ভুল করেছিল ওরা
তাই আমি কিন্তু আর ভুল করি না
প্রথমটায় যদিও একটু আধটু করতাম
এখন সব মারপ্যাচ আয়ত্বের ভেতর

সুতরাং যে যার যেমন মনে হোক্
আমি ঠিক আমার ওপর উচ্ছেদ ছাড়ছি না
অন্যকারো ভুল হলে
জীবন মরণের পারে—আমি সেও
অথবা আ-মি নই
অন্যজন জোরে নিশ্বাস ফেলে।

সবই রক্তের ভেতর

সবই রক্তের ভেতর শুধু ক্ষয় সাধন নয়
অবশিষ্ট থাক কিছু সূর্যের মতো সৃষ্টি কথা
জীবন তবু লুকিয়ে রাখা নয় কখনো
দেখাক রাত্রি তার চারপাশ শেষ মাদকতা—।
কারো জন্য দু' দণ্ড সৎকথা
মুহূর্তে বিপুল পৃথিবী মনে হয় আমার বুকে
ছেলেবেলা দেবদারু ছায়া বুঝি অনায়াসে
জানলায় পড়েছে ঝুকে।
এই এমন আলো জল কিংশুক উৎসুকে
অপেক্ষায় প্রত্যুষ নিয়ত ভাবে
বার বার ফিরেও তুমি প্রচণ্ড ব্যাধি কেন—
বলেছিলে আমার স্বর ভেবে, রূপান্তরে নিয়ে যাবে।

একটি ছবি তোলা হবে

এ ছবি চন্দ্র পৃথিবীর মাঝখানে তোলা—
মানুষের মন ও শরীর অনেক হালকা করে
মিটিং মিছিলের কথা বেমালুম ফাঁকি দিয়ে
চোখ যখন রক্তের উষ্ণতায় বিপরীত মুখি তখন এ ছবি তোলা।
কি যে অর্থ জীবনের, জীবন তো শুধু
নর্দমায় গলিত শবের ওপর ভয়ে ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলে ;
আর যারা পায়ে পায়ে মৃত্যুর লগ্ন গোণে
কিংবা লগ্ন সে নয় চিরন্তন আকাশ !
তারাও ভিন্ন সুরে নিহত ছায়ার মতো জন্ম পায়
এ ছবি তারো মাঝখানে তোলা—।
এই সব সৃষ্টি মানুষের মন বিজ্ঞাপন হয়ে গেলে—
ফসলের মাঠে অনিবার্য আগুন জ্বলে
এ ছবি সেইখানে যত্ন করে তোলা।

পথ চলতে চলতে হোঁচট খেলে

পথ চলতে চলতে হোঁচট খেলে মুখ থুব্‌ড়ে আছাড় খাই—
কিছুটা জমানো রক্ত মিশে যায় ধুলোয়—যে রক্তের জন্যে
মাস শেষে কিছু কিছু সঞ্চয় করি,
বাজারে সেরা জিনিষ সবচেয়ে কম দামে কিনতে চাই,
হাত তুলে ভাগ্যকে বলি আর একটু সবুর করো,
দেখ আমি তোমাকে নির্ঘাৎ সেইখানে পৌঁছিয়ে দেব
সেইখানে পৃথিবীর কোন্ পিঠে কে জানে—।
সমস্ত সেরা কথা নিষিদ্ধ ফল হয়ে গেছে
রাত্রিরা শোনে না তাই কারো কথা,—তবু কবিতায়
কিছু কিছু সেরা কথা ভাবতে থাকি ঃ
যে কথা প্রথম মায়ের কাছে শুনেছিলাম
সেই এক সূর্যের কাছে যাওয়ার নির্দেশ—
সে কথা আজো জানলায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়,
বহু দূরে—তখন শুধু হাত তুলে ভাগ্যকে বলি—
আর একটু সবুর করো দেখ তোমাকে আমি নির্ঘাত সেইখানে
পৌঁছিয়ে দেব—
এইখানে পৃথিবীর কোন্ পিঠে কে জানে।

আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছি

বস্তুতঃ সেইখানে রয়ে গেছে রাত ১২টায়—
সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে ফিরে আসি
মাথার ঘাম পায়ে পড়ে কিংবা পায়ের গ্রন্ত যন্ত্রণা
তরান্বিত হয় মাথায় অথবা মাথা ও পা দুটোই
এক সময় এইখানে মিশে যেতে চায়,—
অথচ পাশের দোতলার জানলা ভেদ করে আসা কিছু
কৌতুক আলো ইতিমধ্যে ছিটকে পড়েছিল আমার
মুখে : ভেবে ছিলাম এই হলো আর এক জন্মের শুরুর কথা
কিন্তু কে কার কথা রাখে—আলোটা সেইখানে রয়ে গেল
সিঁড়ি বেয়ে ওঠার কৌশল—মাথার ঘাম পায়ের যন্ত্রণা
সবই সেইখানে থেকে গেল—
শুধু আমি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ফিরে এলুম ভিন্ন
সে এক পাহাড়ী হাওয়ার কাছাকাছি
রাত এখানেও ১২টা বাজে শিশির ভেজা রাত
এই সময় নাম না জানা ফুলগুলো টুপ্‌টাপ্‌ ঝরে পড়ে
চুপচাপ শালিকের ডিমে আর একজন নতুন জন্ম পায়
শুধু আমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকি সারাক্ষণ
দাঁড়িয়ে থাকি আকাশ ছুঁয়ে।

সেই শব্দের পর

সেই শব্দ
আয়ুভর ফিস ফিস অন্ধকার তুমি
পৃথিবীর সেরা দৃশ্যগুলো ওখানেই তোলা হয়
অন্যত্র ঘুরে ফিরে ছাদে চলে আসে
অনন্ত প্রেমিক মন
জানলায় সূর্য তখন
তেতো নিঃশ্বাস ছাড়ে !
তারপরের শব্দ আরো মসৃণ—
অবাধ্য বালক ইতিহাসের ছেঁড়া পৃষ্ঠা খোঁজে
তবু এ সবের মাঝখানে কোনো লগ্ন নেই
ভাগ্য গোণে বারবার নিহত নায়ক
ব্যর্থতার সেই তুমি ক্লান্ত হোলে
যদি ভূত হোয়েও ফিরে আসো
অনেক কংকাল শ-ব-দ
সেই শব্দের পরে।

আমরা ক'জন ছুটছি

সেই পরিচিত তিনটি বিন্দু তিনটি নিঃশ্বাস
পেরিয়ে নির্ঘাত স্বর্গ—তারপর
নিটোল আধুনিকতা ব্যস্ততার একরাশ ব্যর্থতা ;
ছুটছি—ছুটছি—ছুটছি—
বিংশ শতাব্দী সম্বলহীন কুঁড়েঘর—
তাতেও অসংখ্য ফুটো,
একসময় মনে হলো
আমি একা নই, আমরা ক'জন—
আকাশ ছুঁতে ছুঁতে দৈবাৎ ফিরে আসি,
তখন ভাবনায় আগুন লাগে
মিঠে না কড়া পৃথিবীর স্বাদ কিছুই যায় না বো
পথে বিক্ষুব্ধ ভবিষ্যৎ—
হাতে পোড়ামাটির গন্ধ
তবু আমরা ক'জন
সেদিকেই ছুটছি—ছুটছি—ছুটছি ।

পৃথিবীর মুখ দেখবো বলে

সারাটা সময় দ্রুত কোথায় যেন ছুটে চলেছি
পায়ে হেঁটে ট্রামে-বাসে পিচ-গলা রোদে
কখনো বা মধ্য রাতে, যখন এক একটা
রাত চোরা
পাখী খালি চোখে হাজার নক্ষত্র গোণে চলে
যেমন একদিন জানলার ফাঁক দিয়ে পৃথিবীর
অমল মুখ দেখেছিলেম—আজ সেই জানলার
ওপর কয়েকটি পায়ের ছাপ ভীড় করে আছে
ত্রয়োদশী জোছ্না বিদায় নেবার মতো।
কিছু আধো আধো কথা বলা—সেই অন্ধকার
সেই অবাক হৃদয় আমাদের-
বারবার পথঘাট ভুলে গিয়ে দোরের কাছে
হোঁচট খেয়ে ভাবে এই পৃথিবী যদি আর একটু
কথা বলতো—ফুটফুটে কৈশোরের মিষ্টি কথা।
অথচ আমি জানি এই পোড়ামুখী পৃথিবী
কোনোদিন কথাই বলবে না—
জানলার ফাঁকে ওর অমল মুখ আর কোনদিনই
দেখবো না···তবু পায়ে হেঁটে ট্রামে বাসে
দ্রুত ছুটে চলি মধ্যরাতে অথবা পিচ গলা রোদে
পৃথিবীর মুখ দেখবো বলে···।

মাথার ওপর শ্রেষ্ঠ শপথ

এখন মাথার ওপর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শপথ
কিংবা বিস্মৃত প্রায় একটি গোলাকার মুখ
কিংবা কার মুখ ঈশ্বরের না আমার মরা পিতার ?
মুখের ওপর মুখোমুখি জেগে থাকে কারা ওরা
মাঝ রাতে আলো জ্বালে না অন্ধকার
অথবা সংশয়ের এখনো কতদূর পিছিয়ে আছি
ঘর ছেড়ে উঠোন, উঠোন পেরিয়ে বিস্তীর্ণ পথ
পথের মোড়ে মরচে পড়া দ্বিতল রেলিঙ
পারমিতা সেন কতদিন ওখানে রেলিঙ্গে মুখ রেখে
দাঁড়িয়ে থাকে সূর্য ওঠার সাথে
কতদিন আর তার লাল শাড়ীর আঁচল অরণ্য নীরব
হাওয়ার বুকে চালাবে ছুরি রক্ত ঝরিয়ে স্বপ্ন দেখবে কতদিন
কে জানে ?
এখন মাথার ওপর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শপথ
সামনে পেছনে যেদিকে তাকাই সমুদ্র একাকার
কতদিন টিকিট কেটে থাকবো নিরুত্তর
কে জানে
এখন মাথার ওপর শ্রেষ্ঠ শপথ ।

আমি যখন একা

আমার স্থির মৃত্যুর জন্যে প্রত্যেক
সৃষ্টির ইতিহাসে সেই আমি স্বপক্ষে
এক ; এবং নিশ্চিত এ-কা—
একাকী প্রতিটি নিরস্ত্র অহর্নিস সন্ধ্যাতে।
তবু সেখানে ছেলে ভুলানো ছড়া—
পড়ো মাটি-প্রসাদ-শৈশব ঈশ্বর
অন্ধ থাকে কিছুকাল, বিস্মৃত বাগান কোরাসের
নির্ঘোষ চিৎকারে।
—তবু এক অথবা অনেক ক'টি শব্দের অন্তরে
প্রত্যেক জন্মেতে ও কবোষ্ণ নিঃশ্বাসে—
আমি সেই অনন্ত প্রেমিক পৃথিবী 'পরে—
এবং সিঁড়ি বেয়ে ওঠা মন্ত্রচ্ছলে
একাকী ও একা—।

কবিতার শ্রেষ্ঠ মন

শৈশব ঘোলা চোখে একদিন বৃষ্টির আলো দেখেছিলাম
ক্রমে ক্রমে সে আলো সীমিত হয়ে কবিতার প্রতিটি শব্দে
হৃদয়ে ঘর-বাড়ী সাজানো একটি চেতনা
অপেক্ষায় পুড়ে যাওয়া প্রতিধ্বনির মতো গোপন
প্রত্যয় কাঁপতে থাকে—নিয়ত—

তখন আমি বেঁচে আছি কিনা এই নিয়ে
দ্বিতীয়বার শৈশবের পদচিহ্নে নৈবেদ্য পাঠালুম ভয়ে ভয়ে
অথচ কে জানে ইতিমধ্যে জোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে
সেই খেলাঘর এই নির্বাসন ; ছবি আঁকা লোনা স্বাদ
অন্ধকার এলাকা—আমার সব রক্ত জমে গেছে
অতএব এই হলো আজকের কবিতার শ্রেষ্ঠ মন।

রক্তের জটিলতা কমে গেলে

এখন সেই রক্তের প্রখর জটিলতা অনেক কমে গেছে—
চোখে আলোর ঢেউ—মনের স্বভাব উত্তাপ
এখন অস্ফুট রোদ্দুরের প্রহরগুলো ঈথর ঈশ্বর আমার
কাছাকাছি নিঃসঙ্গ মৃত্যুর খুব কাছাকাছি
তবু মনে পড়ে আবছা আবছা কবে যেন—
মুখোমুখি জ্যোৎস্নার আকাশে আমরা বসেছিলাম—
আজ সন তারিখ কোন কিছু মনে নেই !

এখন সেই রক্তের প্রখর জটিলতা অনেক কমে গেছে,
চোখে আলোর ঢেউ—মনের স্বভাব উত্তাপও
এখন নিপুণ অন্ধকারে খুঁজি একফালি আকাশ মাথার উপর ;
ক'কোটি নক্ষত্রের মাঝে একটি হারানো মুখ।
কবে যেন ভালবাসার হৃদয় সাজাতে চেয়েছিলাম,
সমুদ্র পেরোবার শপথ—আজ কোন কিছু মনে নেই
শুধু আবছা আবছা ঈথর ঈশ্বর আমার যন্ত্রণা ;—

এখন সেই রক্তের প্রখর জটিলতা অনেক কমে গেছে
চোখে আলোর ঢেউ মনের স্বভাব উত্তাপও !

এমন একটি দিন আসুক

এমন একটি দিন আসুক এমন একটি ফুল ফুটুক
পুরনো আলোগুলো পুরনো গন্ধগুলো কথায় কথায়
ফিরে আসুক—ঘরের ভেতর, ঘর থেকে মনের ভেতর,
মন থেকে এক রাশ চিন্তার ওপর ;
আমি না-না আমরা সবাই তার জন্যে
একটু একটু নিখুঁত মগ্নতা এইখানে এইভাবে
জলের মতো স্বচ্ছ মৃত্যু দু হাতে সাজিয়ে যাবো—
এবং আস্তে আস্তে
কিছু দূরে আমাদের শেষ পরিণতি উৎসবের মুখগুলোয়
চিহ্নগুলোয় জ্বলবে ও জ্বালাবে আগুন—এমন একটি
সীমানায় সোজাসুজি পেঁছানো যাবে—
নির্ঘাত তখন একটি স্বপ্নকে এই পৃথিবী বানানো যাবে।

সবখানেই বৃষ্টি হয় না কোথাও কোথাও হয়

সবখানেই বৃষ্টি হয় না—কোথাও কোথাও হয়
সব মুখেই কথা বলে না—কোনো কোনো মুখ
কথার চেয়েও বেশী কিছু বলে, এমন যা অদৃশ্য
সাথী দেবতার চোখের জল শেষ করে—অস্ফুট অমরতা
দু'হাতে না সূর্য না পৃথিবী অন্য কোথাও—
কোথাও পেখম মেলে হাওয়ারা সারারাত গান করে ঃ
সেইখানে নিয়ে চলে মন—

সব চোখেই আলো নেই কোনো কোনো চোখে
আলোর চেয়েও বেশী কিছু থাকে, এমন যা
না জন্ম না মৃত্যু অশরীরী সংসার কিংবা অন্য কিছু
যেমন পেখম মেলে হাওয়ারা সারারাত গান করে
সেইখানে নিয়ে চলে মন।

এখনকার আবহাওয়া

এখনকার আবহাওয়া এই রকম
সহজতর, শেষে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লে
চারপাশ আমার প্রিয় দৃশ্যাবলি কেঁপে ওঠে
শহরের রাজপথ গলি এদের মাঝামাঝি
বুঝি অনেক অচেনা মুখের স্বীকারোক্তি—
অথচ এদের ছুঁয়েও একটু আলো জ্বালতে পারি না—
তাই ঘরময় বিবর অন্ধকার আনাগোনা
এত দিনের গর্বিত পরিচিতি, সাজানো যা ছিল
প্রতিটি আসবাব নিশ্বাস কবিতার ঈশ্বর যন্ত্রণাতে—
হারিয়ে গেল, মাঝরাতে পাতাঝরা গানের সাথে—

এখনকার আবহাওয়া এই রকম—

বাস্তবিক চোখ দেখে যাও

আর কি কখনো সেই মুখ ফিরে পাওয়া যাবে
যে মুখ আশ্বস্ত জ্যোৎস্নার বুক চিরে চিরে
ভৌতিক শহর বাড়ি বকেয়া পবিত্রতা
দু হাতে উজাড় করে স্বাভাবিক
শেখর গেড়েছিলো মানুষে মানুষে
মানুষের গভীরতম ভালোবাসা—
সে মুখ আর কি কখনো ফিরে পাওয়া যাবে—ঃ
এখন তো শুধু দেয়ালে দেয়ালে প্রতিশ্রুত দিনরাত্রি
এক একটি সনির্বন্ধ অপেক্ষায় কার পাপে
কারা শাস্তি পায়—বাস্তবিক চোখ দেখে যাও নিয়ে যাও
কী আশ্চর্য—মানুষের জন্যে মানুষের গভীরতম ভালোবাসা

এখনো সময় আছে

অন্ততঃ কিছু সহজ হোক তোমার প্রতীক্ষার রাত
এই ভেবে এখনো দৃষ্টির পর্দায় কোথাও দুর্ঘটনা হয়েছে
এবং তারি আলো জল ক্ষুধার্ত শকুন।
রক্তের সূর্য ক্রমান্বয়ে কেঁপে ওঠে প্রচণ্ড ঝড়ের সংকেত।
আমরা পরস্পর ইচ্ছার উত্তাপে শরীরকে গেঁথেছি শক্ত করে
এবার সুতো ছিঁড়ে যাওয়ায় সময় এসেছে
যুগান্তের দুর্যোগ, ইলোরা অজন্তার ওপারের অন্ধকার
ভয়ংকর ক্ষুধায় খেয়ে নিচ্ছে নিজের মাংস।

তোমরা জানলা কপাট বন্ধ রাখো
কিংবা সিঁড়ি বেয়ে আরো নীচে নেমে যাও
গলি থেকে রাজপথ, চেনা মুখ, পরিচিত স্বর ভুলে যাও
সময়ের নৌকো নিরিবিলি নিয়ে যাবে সেই
মিশে যাওয়া শিশির ভেজা স্বপ্নের প্রান্ত সীমায়
এখনো সময় আছে।

অনেক তারার নীচে

অনেক তারার নীচে
এখন বাউণ্ডুলে নিঃশ্বাসগুলো অতিদ্রুত স্রোতের প্রবাহে,
সমুদ্রের হাওয়ার মতো প্রিয় হাত ভর্তি একগাছি ফুল,
শ্মশানে দাঁড়িয়ে অসংখ্য কংকালের মিলিত উত্তাপ
পরস্পর আকাংখার ছাইগুলো আকাশ পেরিয়ে
রক্তের সূর্যকে কলুষিত করেছে।
হায় জীবন, তবু এই সব নিয়ে প্রত্যাশার রাত দিন
আজো সহজভাবে কেটে যায়।
স্মৃতির পথ রেখা ধরে সেই কুয়াশার প্রান্তর
জোনাকির কাছে ফিরে পাওয়া প্রেম
অলৌকিক শব্দের বিশ্বজগৎ জুড়ে
কে যেন সারাক্ষণ সময়ের হাত ধরে বসে থাকে ?
সে কি একান্ত আমার জন্যে !

অনেকদিন পৃথিবীর আলোতে নিজেকে দেখি না
তবে কি নিজেকে বড় বেশী ভালোবাসি ?

কখন যে একটি সকাল নিশ্চিহ্ন হয়

কখন যে এক একটি সকাল নিশ্চিহ্ন হয়ে দুপুর হয়—
জীবন পাপড়ি মেলে মুখ দেখে তার রোজ উৎসুকে,
তবু সে খবর রাখে না কোনো দিন— ;
আশ্চর্য আকাশে কি করে শব্দরা
স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে—দুরান্ত হাওয়া আনে
চোখে মুখে—গাছে গাছে বাড়ন্ত মমত্ব বোধ
কি করে স্বদেশী পবিত্রতায় পথ দেখায়—,
জীবন পাপড়ি মেলে মুখ দেখে তার রোজ উৎসুকে,
তবু সে খবর রাখে না কোনোদিন—
কখন যে এক একটি সকাল নিশ্চিহ্ন হয়ে দুপুর হয় !

সমস্ত কিছুই বদলে যায়

সমস্ত কিছুই একটু একটু করে সরে যায়—
মাটি থেকে সূর্য—সূর্য থেকে মাটি—
হাতের মুঠোর জল—অতিক্রান্ত যন্ত্রণা—
স্বভাবে ভালোবাসা দুপুর রাত্রি
সমস্ত, সমস্ত কিছুই একটু একটু করে সরে যায় ।
অথচ পাগোল সারাক্ষণ নিরুত্তাপ উঠোনে
আঁচড় কাটে, মানুষকে ভাবে ঈশ্বর পরিত্যক্ত মানুষ
যেখানে কিছু না কিছু আদিম শব্দ
ফুল ফোটাতে থাকে—প্রাকৃতিক প্রতিশ্রুতি ঃ
তবু কিছু কিছু শব্দমান চেতনা শারীরিক সমুদ্রে
গোপনে গোপনে বদলে যায় অথবা সরে যায়
সরে যায় সমস্ত কিছুই একটু একটু করে !

একটু একটু পরিচ্ছন্ন সময়ের জন্যে

একটু একটু পরিচ্ছন্ন সময়ে বেঁচে থাকতে চাই
আমরণ অনপেক্ষ ব্যস্ততা—এই দুপুর
অথবা নিবৃত্তর রাত্রি স্বপক্ষে দু'চোখ গভীর
কোনো মতে দ্রুত ব্যয়ে শেষ করে শিখরে মাটি জল
শাণিত শূন্যতা যার ছবি ভেজা গন্ধ নিয়ত পরবাসী
রোদ্দুর, তবু একটু একটু পরিচ্ছন্ন সময়ের জন্যে বেঁচে থাকতে চাই !

ত্রিভুবন পুরণো শব্দ কাল নবীন আগুন, বাতাসে—
কাঁচ ভাংগা কাঁচে হেসে খেলে ভরে যায়—
আমাদের সমস্ত যত্নে রাখা সঞ্চয়ে নিজস্ব গড়া
সংসারে—তখন শুধু জলের শব্দের মতো হেসে উঠি
এক একটি দিনের শুরুতে অথবা শেষ হতে হতে।
তবু একটু একটু পরিচ্ছন্ন সময়ের জন্য বেঁচে থাকতে চাই।

কোনো কোনো সময় আছে

কোনো কোনো সময় এমন আসে প্রবাদ নয়
নয় কোনো রক্ত চলাচলের ইতিহাস কিংবা রাবীন্দ্রিক
কণ্ঠস্বরে অনুভূতি, তবু মানুষের মুখে শূন্য হাসি
দেখলে নিজেরই মৃত্যুর পর অর্বাচীন সেই দিনগুলোর
কথা মনে পড়ে। যে অরণ্যপ্রভাতে না দুঃখ না সুখ
ঈশ্বর ও আমাতে অনন্ত বিশ্বাস একসাথে খেলা করে
অপ্রস্তুত প্রতিদিনে প্রতিরাতে! তবু কেনো জীবন
বদলে যায়। কোনো কোনো ফল না পাকতেই
পচে যায় আবার পেকেও তেতো মনে হয় কোনো কোনো
সুজাত ফল, এখন হাওয়া কি ঐ রকম না!
সমস্তটাই কিছুটা আলোর জন্যে কিছুটা দৃষ্টির।

জীবন ফুরোয় সনির্বন্ধ কোলাহলে

এখন এক একটি জীবন ফুরোয় সনির্বন্ধ কোলাহলে
হাত থেকে ফসকে যায় দুরান্ত সময়,—
শুধু কিছু কিছু অনাগত দুঃখ কষ্ট—প্রতিশ্রুত—
স্বপ্নের জন্যে তিলে তিলে শেষ করে সাজানো সংসার-
—আমরা কেউ তার জন্যে দায়ী নই—ঃ
কত সহজে এই সব বাস্তবিক শব্দে
ধর্মান্ধ চিৎকার গোপনে অথবা প্রকাশ্যে সমৃদ্ধ হয়
দিনে রাতে ! কারো কারো আড়ষ্ট চেতনা
কারো কারো চোখের আড়ালে প্রতিনিয়ত
বিধ্বস্ত হয় ফুরিয়ে যায় আশ্চর্য প্রতিটি সকাল সন্ধ্যায়
—অথচ আমরা কেউ তার জন্যে দায়ী নই ।

এখন এক একটি জীবন ফুরোয় সনির্বন্ধ কোলাহলে
হাত থেকে ফসকে যায় দুরান্ত সময় !

তিনটি মুখ ঃ একটি পৃথিবী ঃ ও দৃশ্যাবলি

তিনটি মুখ ঃ একটি পৃথিবী ঃ ও দৃশ্যাবলি—
যদি এ রকম হতো—শব্দের দুয়ার খুলে
আর এক জন্মের কথা সিঁড়ি বেয়ে উঠার মতন,
ছিন্ন ব্রহ্মের স্বাদ আমি দু'হাতে ছড়িয়ে দিতে পারতুম।
এখন পারি না

শিকড়ে এ বেলা উৎসব স্বপ্নগুলো আসে না
চেনা পথ জানলা দিয়ে ঃ সেই গর্ভের আঁধার
নিরাশ্রয় মন্ত্র চাই—
মন্ত্রের সাথে কিছু কবোষ্ণ জীবন রাংচিতায়
তিনটি মুখ-একটি পৃথিবী ও দৃশ্যাবলি—
—যদি এরকম হতো—

যদি নিশ্চিত চারপাশ বিশুদ্ধ মতে কবিতায় মুখোমুখি
কোনোদিন বৃষ্টির সময় হলে, ওদিকে প্রত্যেকের
সৃষ্টি, আরূঢ় উপমা একাকার হয়ে যেত—এইখানে—
তিনটি মুখ ঃ একটি পৃথিবী ঃ দৃশ্যাবলি
যদি এরকম হতো।

আবার এলো একুশে মাঘ

সম্বতসর সুখে দুঃখে আমার জন্ম কি খোঁজে জানি না
তার ঠিকানা ভোরের আলোয় কিংবা রাত্রির কিনারে কিভাবে
কথা বলে তাও জানি না ; তবু মনে হয় কি যেন হন্যি হয়ে খুঁজি ;
মাঝে মাঝে সমস্ত বিশ্বাস দিয়ে গড়ে তোলা এই
পৃথিবী, একটি বন্দি খাঁচায় মধ্যবিত্ত যন্ত্রণা ঃ
পৃথিবীর পরিচিত পথঘাট কেমন যেন অচেনা হয়ে যায়—
তক্ষ্ণি মনে হয় আর একটি জন্ম কোথাও ওৎ পেতে আছে ;
সেই একুশে মাঘ যেদিন হাঁটুজল হিসেবের ভেতর তোমাকে দেখলাম-
কবিতার কাছাকাছি—কবিতার প্রাণ হয়ে—
অথচ আজ তুমি নেই কবিতার সেই মনও নেই
চুপি চুপি একুশে মাঘ দরজায় কড়া নেড়ে চলে যাবে
আমরা শুধু জেগে থাকি বন্ধ ঘরে
গোপন ইচ্ছার শহর গ্রাম শিশির ভেজা গান
আকাশকে সাথে করে তারাও জেগে থাকে আর এক
জন্মের আঁধারে—সেই একুশে মাঘ।

আশ্চর্য নিঃশ্বাস বুকে রেখে

সব দৃশ্য সরে যায়—সব ঠিকানা—সব প্রতিশ্রুতি
তবু আশ্চর্য নিঃশ্বাস বুকে চেপে রাখি—
সেই ফসলের মাঠ—দু'হাতে প্রতি বছর যে
ঘরে ঘরে দুর্ভাবনা নিভিয়েছে—এখন তারো চোখে জল,
এমনি এক একটি দিন কাছে এসে ফিরে যায়
আবার কাছে আসে—এমনি করেই দিনগুলো বছরগুলো
জমা হয়ে পড়ে আমার চারপাশে—
তবু আশ্চর্য নিঃশ্বাস বুকে চেপে রাখি—।

অন্যখানে নিত্য অভাব অনটন প্রতিটি সকাল
সন্ধ্যা কার পাপে কারা শাস্তি পায়
দূরের সুন্দর মুখগুলো তারাও লুকিয়ে পড়ে
কিংবা সরে যায় নিভে যায় পৃথিবীর আদিম ভালোবাসা
তবু আশ্চর্য নিঃশ্বাস বুকে চেপে রাখি।

এক বিন্দু মাটির মায়াজাল

এখানে জ্ঞান ফিরে আসে না কেউ।
মরা সূর্যের রোদ—নাকি মানুষের পচে যাওয়া
নিঃশ্বাসগুলো কপালে জোট বেঁধে বেঁধে
দিয়েছে জন্ম—সে এক অর্বাচীন পৃথিবীর,
নিয়েছে তুলে ঠোঁটে ও মুখে গভীর সুর
অন্ধকার বর্ণহীন ইতিহাস।

তবু সময় কাটে মানুষের মনে ও যন্ত্রে।
আর একটু হেঁটে গেলে বুঝি সেই স্বর
দৃশ্যের মতো পথ রোধ করে কেউ বলে—
"শোন, সাইরেন রেকর্ড বেজেছে—
দরজা জানলা শক্ত করে এঁটে দাও
ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক কিছু……।"

তারপর সবশেষ নিষ্পাপ বাতাস
কেউ নেই—আমি—শুধু ধোঁয়া ক্ষুধার্ত মগ্ন,
একবিন্দু মাটির মায়াজাল।

কিংবা অবাক শূন্যতা

কিংবা অবাক্ শূন্যতা—চতুর্দিক সারিবদ্ধ রাশিফল
এমন কোনো দিন নয় এমন কোনো রাত নয়
হাতের কব্জিতে আঁতকে ওঠে শেষ সম্বল
শ্রদ্ধাহীন ভালোবাসা—বুঝি সব যায় যায়
ঋণগ্রস্থ স্বদেশ আমার ;

কখনো নিজেকে সাব্যস্ত করে এমনি ঈশ্বর যে
তোমাতে আমাতে কোনো পাপবোধ পুণ্যবোধ
কোনোটাই তেমন জুত্‌সই পূর্ণতা নয়—যেমন
সেই পুরনো ছেলেবেলা অশালীন কবিতার শব্দের
মধ্যে লুকিয়ে থাকা বাড়ন্ত সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি ;

অথচ একবার স্থির হেমন্তের দিকে পা ফেলে
যাওয়ার উপায় নেই—কিংবা বসন্ত—
গোলমাল সারাটা জীবন—যেন কিছু কিছু আর্তসময়
বারবার ঝড় এলে সন্ত্রস্ত হই
তবু ঝড়ের জন্যে একত্রিত নই—
সবশেষে শুধু হাতের কব্জিতে আঁতকে ওঠে শেষ সম্বল
শ্রদ্ধাহীন ভালোবাসা বুঝি সব যায় যায়
ঋণগ্রস্থ স্বদেশ আমার !

বুকের ভেতর ধ্বংস স্তূপ

বুকের ভেতর নির্বিকার ধ্বংসস্তূপ,
তার মধ্যে একটি ছোট্ট শব্দও আমি—বারমাস
হাতের তালুতে রক্তজল লোনা ঘাম
এই নিয়েই সংসার পাতি—
ভালোই আছি—তবু ভালো আছি :
তোমরা কোন্‌দিকে যাবে—তোমাদের
কোন্ দৃশ্যে পরিত্রাণ ?
এখন তো শুধুই ত্রস্ত প্রতিশ্রুতি
কেউ কারুর ছায়া মাড়ায় না—
বরং অকাল বৃষ্টিপাত,
শুধু নকসা কেটে উংরানো স্বভাব
ভালোর জন্যে ভালো নই, খারাপের
জন্যে আছি—যেমন কাকের মাংস
কাক খোঁজে কখনো— ;
বুকের ভেতর নির্বিকার ধ্বংসস্তূপ !

হাওয়ার পাখীরা যখন হাওয়ায় উড়োয়

হাওয়ার পাখীরা যখন হাওয়ায় উড়োয়
শব্দ এবং কুয়াশায় কোনো অবিরল দিন ;
—কোনো সাজানো গৃহস্থালি দুপুর—
ওপারে চরম দুঃখের জন্যেও বৃষ্টিপাত নয়
শুধু মাঝরাতে চোখে চোখ রাখা
সতর্ক দিনযাপন—তখন কি মানুষের
সংসার সংসার মনে হয় ?
হঠকারী সমুদ্রও তো অরণ্য গভীর
মমতায় ফিরে আসে ?

তোমরা কথা দিয়েছিলে আগুন দিয়ে
আগুন সৃষ্টি করবে না—
কথা দিয়েছিলে তোমাদের সমস্ত ভালোবাসা
মানুষের কল্যাণের জন্যে—
অথচ তোমরা কেউ কথা রাখো না
শুধু কথা দাও কথার মতো—
তোমরা সবাই প্রসারিত নিয়মের ভুল !

হাওয়ার পাখীরা যখন হাওয়ায় উড়োয় !

শস্যের মাঠে তুষারপাত

তখন আলো ছিল এখন অন্ধকার—
এমনি প্রাকৃতিক অন্ধকার যে চোখের সামনে
ভয়ানক আবর্জনা থেকে এক টুকরো হীরের মতো
সুস্থ দিন চুরি হয়ে গেলেও বোঝার উপায় নেই
বোঝার উপায় নেই যে—মানুষ, মানুষের
পেছনে ছুটে যায় না লোকাচার কুলক্ষণে দাঁড়কাক
শুকনো ডালে নিজেই নিজের মাংস ছিঁড়ে খায়।

তখন আলো ছিল এখন অন্ধকার—
এমনি প্রাকৃতিক অন্ধকার যে কারুর জন্যে কেউ
সময়কে হাতের মুঠোয় সম্পূর্ণ গোলাপ করতে পারে না
যার এপিঠ ওপিঠ—দু'পিঠ নানান সুগন্ধ শব্দে
নানান মৌলিক প্রশ্নে প্রসারিত
তা নয়, শুধু বারবার বাতাসের মুখে শেষ সংবাদ
শস্যের মাঠে এখন প্রবল তুষারপাত।

তখন আলো ছিল এখন অন্ধকার।

বৃষ্টি নামে মধ্যরাতে

প্রতিশ্রুত বৃষ্টিনামে মধ্যরাতে
তখন লোকান্তর দৃশ্যজগৎ ভিজে যায় মানুষের অপ্রস্তুত মনে
দূরে আর একটু দূরে প্রাত্যহিক জীবিকা দাঁড়িয়ে
থাকা ধর্মান্ধ শীৎকার পরিচিত চোখের জল—
আবছা আলোয় অন্ধকারে যখন কারো কারো
হাত এমনি ভালোলাগা অবাঞ্ছিত গৃহ নির্মাণে
কারো কারো চিবুকে কারো কারো বিষন্ন স্মৃতির ছোবলে।

অথচ কেউ না কেউ সিঁদুর থেকে আগুন
কিংবা আগুন থেকে সিঁদুর ঘরের মধ্যে ঘর
সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায় আর এক ছেলেখেলা—
আর এক রাজকীয় অন্ধকার প্রবাহে
যেখানে কারো কারো হাত আশ্চর্য ভালোলাগা গৃহস্থবাস্তবে
কারো কারো চিবুকে কারো কারো ভয়াবহ স্মৃতির ছোবলে।

চোখের সামনে বেমানান সময় ও দনগুলো

কথাগুলো হঠাৎই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়
কি যে আমার ছিল কি যে নেই প্রাচীন বাড়ীর
মতো এবড়ো থেবড়ো কংকালসার অভিজ্ঞতা—
নিশ্চিন্ত একরোখা আলোর অতীত—
সম্প্রতি যা নেই—চোখে দেখি বেমানান সময়
ও দিনগুলো—এমন পরিপাট অবস্থান—
অতিদ্রুত হারিয়ে ফেলি স্বপক্ষে আমার—,
—অথচ কেউ যখন স্পষ্ট নয়
একটু একটু জমানো মুঠোর জলে সমুদ্রের
স্বাদ পাই কি করে—
কি করে ঘরের মেঝেতে গৃহস্থালি
আগুন দেখি নিপুণ স্বাভাবিক !

অন্যমুখ : আরেক আকাশ

বিপন্ন অস্তিত্ব দু'হাতে বৃষ্টি চায় কখনো--
কখনো তোমাদের সবব্যস্ত ঠিকানা ; কেন দিনেও
অসম্ভব অন্ধকার মনে হয়
কেন দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করেও নিজেদের বৃষ্টিপাতে
সুখ নেই, কেবল দাক্ষিণ্যের পৃথিবী —কিংবা একাই
থেকে যাই অচেনা পথে—
বৃষ্টিপাত সে যতই অরণ্য উৎসব হোক।
কখনো সবাই চলে যায় উত্তর থেকে দক্ষিণে
দক্ষিণ থেকে অন্য কোথাও—মানুষের বয়স বাড়ে
মিছিলের জোরালো আওয়াজ ঘর্মাক্ত ঈশ্বর
অলক্ষে সবাই একটু একটু বদলে যাই !
কেউ বলে আলো দাও কেউ অন্ধকার-
যেন শব্দের এপিঠ ওপিঠ গৃহস্থালি হিসেব নিকেশ
তবু কিছু চাই প্রখর সূর্য—স্থির সমুদ্রের প্রতি মুখ
সে মুখ অন্যরকম অন্যমুখ আরেক আকাশ।

মা-কে

১'৪৫ আঠাশে নভেম্বর '৭৩ কী দুর্বিসহ যন্ত্রণা
অসময়ে সময় চলে যায়, হাতের মুঠোয় বুকের ভেতর
সমস্ত তাজা মমতা—বাইরে স্তরে স্তরে সাজানো
তোমার নিখুঁত সংসার কার জন্যে কোথায় রেখে
গেলে তুমি ; এখন তো নিগূঢ় অন্ধকার সারারাত— ;
সারারাত ? আমাদের চোখের জল গুলিবিদ্ধ
প্রতিশ্রুতি হন্যি হয়ে তোমারি সংসারী পায়ের শব্দ খোঁজে শুধু-

কিছুক্ষণ মাত্র লোকালয়—সমস্ত সদর রাস্তা
কত ব্যস্ত আয়োজন—কতকুল আর নিখুঁত কৌশল—
নিঃশ্বাসকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার,
ওবেলার ঈশ্বর—তোমার চোখে চোখ রেখে
কত ছেলেখেলা ছেলেমানুষী—পৃথিবী—বিস্তীর্ণ সূর্যমাঠ
তোমারি মুখের ভাষা অবিকল তুমি—এখন কাঁপছে শুধু !

এবেলায় আর কিছু নেই সমস্ত গৃহস্থ বাস্তবে
তোমারি সংসারী পায়ের শব্দ হন্যি হয়ে খুঁজি শুধু ।
—এবেলায় আর কিছু নেই—!